দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 11 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

মির্জাপুরে আট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুই যুগেও এমপিওভুক্ত হয়নি

■ মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা

মির্জাপুর উপজেলায় আট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুই যুগেও এমপিওভুক্ত হয়নি। ফলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারী বেতন ভাতা না পেয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। আসছে কোরবানির ঈদেও এসব শিক্ষক-কর্মচারী ও তাদের পরিবারে নেই কোনো আনন্দ।

উপজেলার এমপিওভুক্ত না হওয়া আট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ওয়ার্শি ইউনিয়নের নতুন কহেলা কলেজ, গোড়াই ইউনিয়নের রাজাবাড়ি কলেজ, ভাদগ্রাম ইউনিয়নের বুড়িহাটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, তরফপুর ইউনিয়নের টাকিয়া কদমা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহেড়া ইউনিয়নের ভাতকুড়া গ্রাম বাংলা কৃষি টেকনিক্যাল কলেজ, জামুর্কি ইউনিয়নের সাটিয়াচড়া ছাফদার আলী কলেজ, একই ইউনিয়নের ড. আয়শা রাজিয়া খোন্দকার স্কুল এন্ড কলেজ এবং পৌরসভার পুষ্টকামুরী এলাকায় আলহাজ শফিউদ্দিন মিঞা এন্ড একাব্বর হোসেন টেকনিক্যাল কলেজ।

রাজাবাড়ি কলেজের অধ্যক্ষ মো. মফিজুর রহমান স্বপন এবং আলহাজ শফিউদ্দিন মিঞা এন্ড একাব্বর হোসেন টেকনিক্যাল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. মাসুদুর রহমান মাসুদ জানান, এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে এবং অবহেলিত পরিবারের সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রত্যয় নিয়ে এলাকার শিক্ষানুরাগী বেশ কয়েকজন সমাজ সেবক এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান সন্তোষজনক। কিন্তু নানা জটিলতায় মির্জাপুরের আট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত না হওয়ায় গত দুই যুগ ধরে শিক্ষক-কর্মচারীদের মানবেতর জীবন-যাপন করতে হচ্ছে।

টাঙ্গাইল-৭(মির্জাপুর) আসনের সংসদ সদস্য ও সড়ক পরিবহন এবং সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ মো. একাব্বর হোসেন বলেন, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা বিনা বেতনে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষক-কর্মচারী এবং তাদের পরিবার পরিজনের দিকে তাকিয়ে হলেও এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবি জানান।